১৭৭

তারিখ ... MAR. 24 1999 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২ ...

দৈনিক ইনকিলাব

রাকসু নির্বাচন উপলক্ষে

চলছে জোর লবিং গ্রুপিং : স

ক প্রক্রিয়ায় ইচ্ছ

ল বা মেয়ের জন্

রাজশাহী থেকে ফিরে
॥ এটিএম রফিক/কামরুজ্জামান কোরবান ॥

রাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উৎসবে মুখরিত। দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামী ২২ এপ্রিল রাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বাচনী কার্যক্রম নিয়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক সংগঠন প্যানেল তৈরী নিয়ে লবিং-গ্রুপিং চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এখন আলোচনা রাকসু নির্বাচন এবং কে, কোন্ সংগঠন থেকে ভিপি-জিএস প্রার্থী হচ্ছেন। ছাত্র সংগঠনের নেতাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রত্যেক সংগঠনের শিবিরে জোর লবিং চলছে ভিপি-জিএস ও এজিএস প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলাপ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, রাকসু নির্বাচন ৩টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ছাত্র দল, ছাত্র লীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এ তিনটি সংগঠনের ছাত্র নেতাদের সাথে আলাপকালে তারা সকলেই বিজয়ী হওয়ার আশা প্রকাশ করছেন। এ তিনটি সংগঠনের নেতারা একক প্যানেল দিয়ে বিজয়ী হওয়ার জন্য জোর তৎপরতা, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছাত্র সংগঠনের নেতারা স্বীকার করেছেন রাকসু না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া ও সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘ ৯ বছর ধরে। দাবী আদায় ও প্রতিনিধি না থাকায় পাহাড় সমান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য রাকসু নির্বাচন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের ব্যাপারে সকলেই ঐক্যবদ্ধ।

আগামী ২২ এপ্রিল রাকসু নির্বাচন। দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত রাকসু নির্বাচনের সিডিউল তৈরী করে ঘোষণা করা হয়েছে। রাকসু নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে রাকসু কোষাধ্যক্ষ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ নুরুল্লাহকে। তারিখ ও সিডিউল ঘোষণা করলেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। নির্বাচনের সিডিউল হচ্ছে ১৮ মার্চ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২১ মার্চ পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ, ৭ এপ্রিল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ৮ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা ও বাছাই, ১০ এপ্রিল প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ১১ এপ্রিল প্রার্থিতা প্রত্যাহার, ১২ এপ্রিল চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং ২২ এপ্রিল নির্বাচন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হল সংসদের নির্বাচনও একই সিডিউলে অনুষ্ঠিত হবে। হল প্রশাসনসমূহ ইতোমধ্যে তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজও এগিয়ে চলছে বলে নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

নির্বাচনকে সামনে নিয়ে প্রতিদিন ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে মিটিং, মিছিল চালিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রদর্শন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থন সহানুভূতি পাওয়াই জন্যই এ সকল মিছিল ও মহড়া চালানো হচ্ছে। ছাত্র নেতারা দল বেঁধে আম গাছের তলায় বসে নির্বাচনী বিষয় নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনে রাকসুর কর্মকর্তা নির্বাচিত করার বিষয়গুলোর সাথে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অতীত, বর্তমান কার্যকলাপ নিয়ে বেশ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভোট প্রদানের পূর্বেই তারা সঠিক নেতৃত্বকে বেছে নেবেন বলে এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা চান, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এবং যোগ্য নেতৃত্ব রাকসুতে নির্বাচিত হোক।

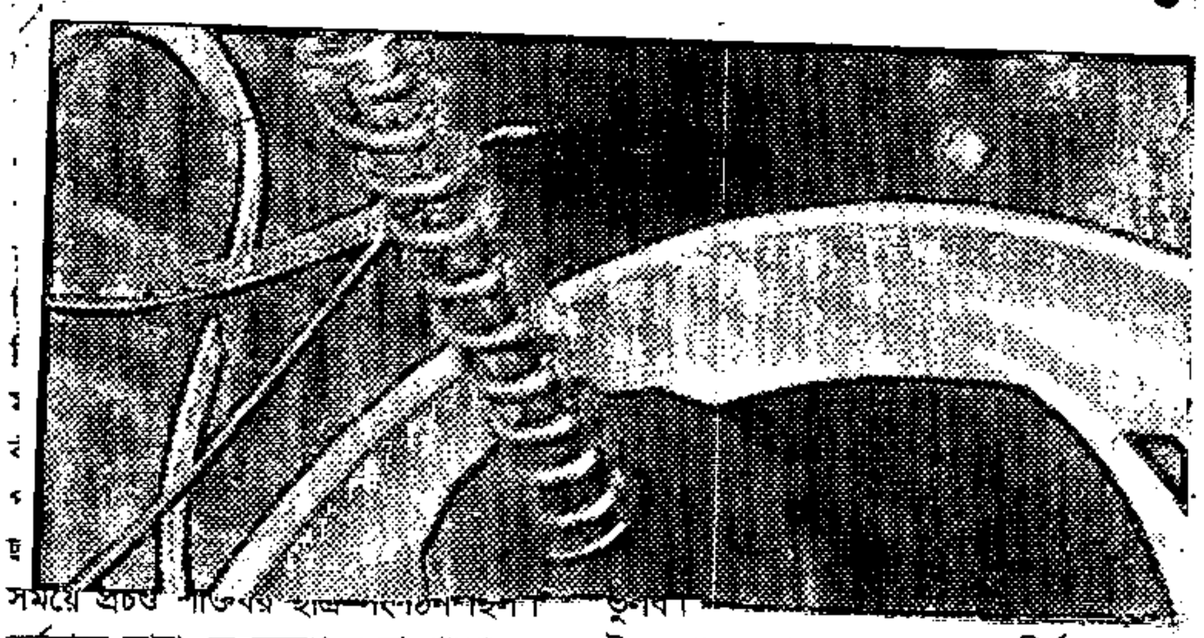

এদিকে রাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ভিপি, জিএস, এজিএস হিসেবে যাদের নাম এ মুহূর্তে আলোচনায় এসেছে এবং লবিং-গ্রুপিং চালাচ্ছেন তারা হচ্ছেন, ছাত্র দলের ভিপি পদে বর্তমান সভাপতি

সময়ে প্রচণ্ড শক্তিধর ছাত্র সংগঠন ছিল। বর্তমানে তারা সে অবস্থানে না থাকলেও দলীয় কোন্দলবিহিন সুশংখল ছাত্র সংগঠনের পক্ষে ভিপি পদে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি এমাজউদ্দিন মন্ডল এবং জিএস পদে হেলাল উদ্দিনের নাম প্রচারিত ও আলোচিত হচ্ছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লীগ নেতাদের অনেকেরই ছাত্রত্ব নেই। তার পরও রাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএস পদে যাদের নাম আলোচিত হচ্ছে ও শোনা যাচ্ছে তারা হচ্ছেন, ভিপি পদে আহসানুল হক পিন্টু, জিএস পদে সজল কীর্তনীয়া, জিরু, এজিএস পদে আবিদ হাসান। তবে পুনঃ ভর্তি কার্যকর হলে সকল দলেরই অনেক সিনিয়র নেতারা প্রার্থী হিসেবে রাকসু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারেন বলে জানা গেছে। তবে ছাত্র পুনঃ ভর্তি কার্যকর হলে সকল সংগঠনই লাভবান হবে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানিয়েছে।

আসন্ন রাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান ৩টি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মুখোমুখি হলে তারা নির্বাচন নিয়ে কে, কি ভাবছেন– তা জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, আমরা ঘোষিত সময়ে যে কোন মূল্যে রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমরা চাই, নির্বাচন যেন কোন অজুহাতে বন্ধ করা না হয়।

ছাত্র দলের ভিপি পদের সম্ভাব্য প্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র দল কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মুন্নু ইনকিলাবকে জানান, আমাদের দাবীর মুখে প্রশাসন রাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় প্রশাসনকে অভিনন্দন জানাই। তবে প্রশাসনকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই যে, ঘোষিত তারিখেই রাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। কোন দল প্যানেল দিতে পারল না আর কে পারল তা বিবেচনায় না এনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আন্তরিক হতে হবে প্রশাসনকে।

মুন্নু বলেন, প্রশাসন অবাধ, নিরপেক্ষ সুষ্ঠভাবে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ... ভূমিকা।

উভয় ছাত্রনেতা বলেন, ছাত্র দল নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ এবং যেকোন ফলাফল গণতান্ত্রিক হিসেবে মাথা পেতে নেবে যদি নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়। তাছাড়া দলের যে কোন সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নির্বাচনে অংশ নিতে উভয়েই আন্তরিক বলে জানান।

ছাত্র শিবিরের ভিপি পদপ্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এমাজ উদ্দিন মন্ডল ইনকিলাবকে বলেন, রাকসু নির্বাচন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণের দাবী। তবে রাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যাপারে প্রশাসনের সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

ছাত্রনেতা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী আদায়ের একমাত্র গণতান্ত্রিক ফোরাম হচ্ছে রাকসু। ছাত্র শিবির রাকসুসহ সকল হল সংসদে পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশ নেবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অংখ্য সমস্যা রয়েছে। তারা সমস্যার সমাধানে ৯ দফার আন্দোলন চালিয়ে আসছে এবং রাকসুর নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূর্ণ হবে।

ছাত্র লীগের সম্ভাব্য ভিপি প্রার্থী ছাত্র লীগ নেতা এহসানুল হক পিন্টু বলেন, আমরা রাকসু নির্বাচনে বিজয়ী হব। কারণ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ক্যাম্পাসগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে এসেছে। সে কারণেই আমি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশা করছি। তিনি বলেন, রাজশাহীতে পরবর্তী দলীয় অবস্থান পাকাপোক্ত করতে ভিপি নির্বাচিত হওয়া একান্ত দরকার।

জিএস পদের দাবীদার সজল কীর্তনীয়া বলেন, যতদিন রাকসু কার্যকর ছিল ততদিন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ছিল না। কার্যকারিতা হারানোর পর ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস হয়েছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের পর রাকসুতে মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষের শক্তি হিসেবে আমরা বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে একশ' ভাগ আশাবাদী। তিনি আরো বলেন, রাকসুতে ছাত্র লীগ বিজয়ী না হলে রাকসু